ড. হাসনান আহমেদ

দেশপ্রেমী মানুষ নিশ্চয়ই মেনে নিতে পারেন না

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বয়সে একেবারে অবুঝ ছিলাম না। যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ থেকে রিলিফ আসতো। ভাগে একবার এক-ব্যাটারির ছোট্ট একটা রেডিও পেয়েছিলাম। রেডিওটা ছিল আমার চলার সাথী। সংবাদসহ গানও শুনতাম। সবগুলোই জীবনের গান। ফেরদৌসী রহমানের একটা গান এরকম: 'ও প্রাণ সজনি কার আগে কব দুঃখের কথা, মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায় মোর আঙ্গিনা দিয়ে হাঁটা'। আসলেই কোনো নারী কি চায় তার স্বামী অন্য কোনো বাড়ির মহিলার ঘরে যাক? এটা সহ্য করাও কি সম্ভব? তেমনি কোনো দেশপ্রেমী নাগরিক কি চায়, তার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অন্য কোনো দেশের স্বার্থে ও খবরদারিতে চলুক? দেশের কর্তৃত্ব নিয়ে অন্য কোনো দেশ তাবেদারি করুক? কোনো দল অন্য দেশের চরণতলে দেশের সকল স্বার্থ বিলিয়ে দিক? দেশাত্ববোধসম্পন্ন কোনো মানুষ এটা মেনে নিতে পারে কি?

একই প্রশ্ন উঠেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ শুরুর আগে আমরা প্রায় মিছিলে যেতাম। আমার এক পরিচিতজন, মুরব্বি মানুষ, মুসলিমলীগের সাপোর্টার। উনি বলতেন, 'তোমাদের আন্দোলনে আমি বাধা দেবো না। তবে ভারত তার স্বার্থে তোমাদের ভাগ করে দিচ্ছে। তোমরা স্বাধীন হলে ভারত লাভবান হবে বেশি। ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা অর্জন করলে আজীবন ভারত তোমাদের চুষে খাবে, খবরদারি করবে, দেশ আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এদেশে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করবে। দেশটা ভারতের হাতে চলে যাবে। হিন্দুত্ববাদের বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা। পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের শোষণ করছে মানি। এর থেকেও বেশি শোষণের ধাক্কায় পড়তে হবে। তোমরা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে ইতিহাসটা একটু পড়ে দেখো।' আমরা তার কথায় কোনোদিন কান দিতাম না। চিন্তাধারা ছিল, 'আগে স্বাধীনতা চাই'। এদেশের নিরানব্বই শতাংশ মানুষের সীমাহীন ত্যাগে এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলো।

আমাদের যারা মিছিলে নিয়ে যেত, স্বাধীনতার পর থেকেই তারা লুটপাট শুরু করে দিলো। আমরা হতবাক। স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতার ভুমিকা, চিন্তাধারা ও কর্ম যুদ্ধের আগে ও পরে ব্যাপক পরিবর্তন হলো। দেশ-ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হয়ে অসহায় অবস্থায় বলা শুরু করে দিলেন, 'আমি কাকে কী বলবো? ওরা সবাই তো আমার'। 'মানুষ পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি'। 'আমার কম্বলটা কই'? 'চাটার দল সব চেটেই শেষ করে ফেললো'। তার অসহায়ত্ব আমাকে কষ্ট দিত। তিনি দেশের বাম আন্দোলন, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দমন করতে রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদী যুবলীগের মাধ্যমে হাজার হাজার বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন শুরু করলেন। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরি হলো। ঢাকার চার দেওয়ালের মধ্যে বসে তৈরিকৃত নীতিমালা গ্রামে-গঞ্জে ভিন্নভাবে প্রয়োগ শুরু হলো। গ্রাম-গঞ্জের জমি ও মাতব্বরি নিয়ে বিবাদ, শত্রুতা- শত শত নির্দোষ মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে রক্ষীবাহিনীর হাতে নিখোঁজ হলো, অসংখ্য লাশ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল। বড় নেতা বললেন, 'আমি লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দেবো'। ঝড় উঠলে শুধু পাকা আমই পড়ে না, অনেক কাঁচা আমও ঝরে পড়ে। রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাহিনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, নির্যাতন, অবর্ণনীয় অত্যাচার ও গুমের শিকার হওয়া কত মানুষের অসহায় মা-বাপ, ভাই-বোনের বুকফাটা কান্না ও আহাজারি আমি নিজে দেখেছি, আজও তা চোখে ভাসে। বিধাতা হয়তো তাদের আহাজারি ও অভিশাপ শুনেছিলেন। নতুন প্রজন্ম এ অবর্ণনীয় অবস্থা সম্পূর্ণ বেওয়াকিবহাল। শেখ হাসিনা ওয়াজেদের এই পনেরো বছরের দুঃশাসন, গায়েবি মামলা, বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ, গুম, আয়নাঘরের নির্যাতন, অসহায় মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ, প্রকাশ্য দুর্নীতি, লুটতরাজ পঁচাত্তরের আগের শাসনামলকেও ছাড়িয়ে গেছে; আমার মতো আধমরা লোকের বারবার অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনের অজান্তেই তুলনা চলে আসে।

কষ্ট লাগে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সব কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত আসে স্বাধীনতার 'অকৃত্রিম বন্ধু' ভারত থেকে। আশ্রিত রাষ্ট্র করার জন্যই তো তারা স্বাধীনতা অর্জনে সহযোগিতা করেছিল।
আজীবন গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্রকে হত্যা করে 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' তৈরি করলেন 'বাকশাল'। তিনি হয়ে গেলেন সমাজতন্ত্রী কমরেডদের দোসর; এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী একনায়কতন্ত্রের জনক। মিল, কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়ন্ত্রণহীন দলীয় লোকজনকে নিয়োগ দেওয়াতে রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলোতে বেওয়ারিশ লুঠপাট শুরু হয়ে গেল। শত শত কোটি টাকা লোকসানের বোঝা জনসাধারণের মাথায় চাপলো। কর্পোরেশনগুলোর লোকসানের ঘানি জনসাধারণ এখনও অনেকটা টেনে চলেছে। স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতার রাজত্বে দেশ লুটপাট, নিজের জ্ঞাতিগোত্র, দলীয় লোকজন যে যেখানে ছিলেন, টাকা কামানোর মচ্ছবে যোগ দিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের রাজত্বকালে তার চেয়েও বেশি হতে নিজ চোখে দেখলাম। '৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে 'মহান নেতা' নিহত হয়ে নিজের এবং দলীয় অপকর্মের খেসারত নিজে দিলেন। ঐ দিন আমার মা-কে কাঁদতে দেখেছিলাম। অধিকাংশ লোক মিষ্টি বিতরণ করে বিজয় উল্লাস করেছিল। আমি বরাবরই নীরব পর্যবেক্ষক। কোনো দলে আজও যোগ দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

এ দেশ শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে যত রসাতলে যাবে, পার্শ্ববর্তী দেশের তত লাভ। নিজ স্বার্থ আদায় করা ও এদেশকে দমিয়ে রাখা তত সহজ হবে। এটা এদেশের দেশপ্রিয় মানুষকে বুঝতে হবে। দেশে দেশে পরাশক্তি তার অনুগত পুতুল বসিয়ে দেশ দখল করে, যেমন- আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বসিয়েছিল বাবরাক কারমালকে, পরে আমেরিকা ২০ বছর আরেক পুতুলকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। আমাদের পার্শ্ববর্তী সিকিম নামের একটা স্বাধীন রাজ্যে ভারত লেন্দুপ দর্জিকে দিয়ে পুতুল সরকার তৈরি করেছিল। পরে ভারত লেন্দুপ দর্জির মাধমে রাজ্যটিকে একীভূত করে নেয়। আমাদের দেশে 'লেন্দুপ দর্জি'র ভূমিকায় কোনো কোনো দল প্রকাশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা অজানা কারণে জেগে ঘুমাচ্ছি। তবে এ যুগে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সহজে কেউ দেশ দখল করে না। দেশ দখল করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে- লুটপাট ও স্বার্থ আদায় করে, নিজের গোপন বাহিনী দিয়ে সে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, গণতন্ত্রহীন লুটেরা আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার বসিয়ে, নিজের দেশের লোককে পুতুল সরকারের দেশে চাকরি ও ব্যবসা দিয়ে। ভারত তা দীর্ঘ বছর এদেশের জনসাধারণের মুখের দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থে ক্রমে ক্রমে সবকিছুই আদায় করে নিচ্ছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো দেশপ্রেমী ও মুক্তিকামী মানুষ এটা মেনে নিতে পারে কীনা? মানুষ হারায় বাংলাদেশে, খুঁজে পাওয়া যায় ভারতে। আমরা বর্ডার পার হতে গেলে কাপড়চোপড় পরীক্ষা করার নামে প্রায় বেআবরু করে ফেলে। অথচ ভূতে যখন চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়, ভূতের পাখায় বসিয়ে কখন বর্ডার পার করে ভূত ও ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। এতে এদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রত্যেক সচেতন মানুষের সংশয় জাগে। আমার খুব ইচ্ছে করে সুখরঞ্জন বালি, বিএনপি-র সালাহউদ্দিন সাহেব ও জনাব ফরহাদ মাজহারের সাথে নিরিবিলি বসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করতে। অনেকেই তো চিরতরে গুম হয়ে গেছেন, নইলে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে পারলে ভালো হতো।
এখন বোঝা যাচ্ছে দেশের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ পতিত সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে গণতন্ত্র ডাকাতি, ব্যাংক লুটপাট, সর্বত্র দলীয় লোকের দুর্নীতির উৎসব, সরকারি কোষাগার লুট, অর্থ পাচার, দমন-পীড়ন, হত্যা-গুম, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চোরাকারবারীদের রাজনীতিতে দাপট, গণহত্যা, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের যে যেখানে আছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ মেরে টাকার পাহাড় গড়া, গায়েবি মামলা, যথেচ্ছ নির্জলা মিথ্যাচার আদৌ ভালো চোখে দেখেনি। পত্রিকায় অনেকবার পড়েছি: নিজের মেয়েকে নিজে হত্যা করে প্রতিপক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে খুনের মামলা করতে। পতিত সরকারকেও সেরকম কাজ নিজ হাতে করতে দেখেছি, যেমন- গাড়ি পোড়ানো, পূজার ঘর পোড়ানো, শহীদমিনার ভাংচুর, বাংলাদেশের লোকজনকে 'জঙ্গি' নাটক করে

বিশ্ববাসীর কাছে 'জঙ্গি' নামে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রভৃতি। কোনোটাই ঠিকমতো তদন্ত কোনোদিনই হয় না।

কোনো কিছুই একবারে বিস্ফোরিত হয় না। পেটে গ্যাস জমতে জমতে অতিরিক্ত জমে গেলে পেট বিস্ফোরিত হয়। এগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। সামান্য কোটা বাতিলের আন্দোলন পরিণত হলো সরকার পতনের আন্দেলনে; পতিত সরকারের কুপো কাত হয়ে গেলো, যা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বিরোধী দল শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ বছরে জমে থাকা ক্ষোভ একবারে বিস্ফোরিত হলো। পুতুল সরকারের প্রভুও কৌশলগত কারণে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। ভবিষ্যত রাষ্ট্র পরিচালকদেরও এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।

কোনো দেশকে শোষণ ও ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই সে-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি ধ্বংস করতে হয়, জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন ও প্রতিহিংসার বীজ বুনে দিতে হয়। এদিক থেকে পতিত পুতুল সরকার প্রভুর সহায়তায় সার্থকতা দেখাতে পেরেছে।

আমেরিকা ও পশ্চিমা-বিশ্বকে বাংলাদেশে 'জঙ্গি' নাটকের জুজুর ভয় দেখিয়ে এদেশের ওপর ভারতের অবৈধ কর্তৃত্ব, গণতন্ত্র ধ্বংস ও পুতুল সরকারের যত অনৈতিক কাজের সম্মতি আদায় করতে পুতুল সরকারকে সাথে নিয়ে ভারত অক্লান্তভাবে দির্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশের ৯০ শতাংশ নিজীব মুসলমান যাবে কোথায়! অসুবিধা হচ্ছে, এদেশে মীর জাফর আলী খান ও লেন্দুপ দর্জি মার্কা লোকজন বিদেশী প্রভুর প্রকাশ্য দোসর। মানুষ তাদের ভোট দিতে চায় না বলে দিনের ভোট রাতে করে কিংবা ডামি নির্বাচন করেও গুরুর আশির্বাদে ক্ষমতায় টিকে থাকে। সমর্থন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুটকৌশল চালানোর জন্য প্রভু সদা পাশে দণ্ডায়মান। শেখ হাসিনা ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকা, দেশ লুটপাট করে খাওয়া ও প্রভুর পদতলে পুজার অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে (নিজ-দলীয় লোক বাদে) 'জঙ্গি' বলে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পায়, রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে। প্রভু ভারতও বয়াতির একই সুরে কোরাস ধরেছে।

।

ভারত ও বাংলাদেশ পাশাপাশি দুটো স্বাধীন দেশ। উইন উইন অবস্থা বজায় রেখে কি ভারত আমাদের সাথে চলতে পারতো না? আমরা কখনো ভারতকে আক্রমণ বা ক্ষতি করতে চাইনে। আমরা ইচ্ছে করলে চীনকে সাথে নিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টারকে সাহায্য করে ভারত বিভক্ত করার চেষ্টা করতে পারতাম। আমরা তো সে-কাজ করিনে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের চুয়ান্নটা অভিন্ন নদীর অবস্থা কী? দেশবাসী প্রতিবছর কখনো খরা, কখনো বন্যায় ভুগছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে তাদের দেশে বসবাসরত কয়েকজন লোককে উসকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেইনিং দিয়ে, সাহায্য-সহযোগিতা করে এদেশকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে চায়। এটা কি 'প্রতিবেশী বন্ধুর' কর্তব্য? 'বন্ধুর' হাজার 'গুণের' কথা বলবো কয়টা! সবাই জানে, ভারতের এই হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র কায়েমের খায়েশ, প্রতিহিংসা ও একতরফা স্বার্থপর মানসিকতার জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের সাথেই তার সম্পর্ক ভালো নয়। যেহেতু তাদের পোষা গোলাম নিজ দোষে সে-দেশেই গিয়ে পালিয়েছে এবং সেখানে বসে এদেশকে আবারো অস্থির করে তুলতে চাইছে। দুদেশের সম্পর্ক এত সহজে ভালো হবে বলে মনে হয় না। ওদের কখনো মুখে মধু, মনে সবসময় বিষ। বিশ্বের কোনো পলাতক একনায়ক রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পায়নি। ভারতকে 'মুখে মধু পেটে বিষ' নিয়ে এগিয়ে না এসে, মন থেকে ভুল ও দোষগুলো শুধরে এদেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে চাইলে এদেশের কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। তাদের মানসিকতার বদলের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনা ওয়াজেদসহ সকল অপরাধীকে আগে এদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। শেখ হাসিনার পুত্র জয়কে ভারতের মাধ্যমে এদেশের সরকারের উপর যে কোনো চাপ বন্ধ করতে হবে। যে কোনো অপপ্রচারও বন্ধ করতে হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এদেশে অত্যাচারিত হচ্ছে, এই ভুয়া অভিযোগের অজুহাত বন্ধ করতে হবে। হিন্দুধর্মের কেউ পতিত সরকারের সাথে মিলে কোনো অপরাধ করে থাকলে, তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে দিতে হবে। ভারত সরকার সে-দেশের মুসলমানদের ওপর যেভাবে অবিরাম নির্যাতন করে যাচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদেশে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বলতে কেউ নেই। সবাই এদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রের কাছে সবার অধিকার সমান। ভারত সরকার নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখলেই সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে। বরং এদেশে বাস করা ভারতের বংশাবতংস-সেবাদাস কোনো দল হিন্দু সম্পদায়ের ওপর হামলা করে, ঘর পুড়িয়ে দিয়ে দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। এগুলো করে তারা এদেশের মানুষের ললাটে 'জঙ্গিবাদের' কলঙ্ক লেপন করতে চায়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রছাত্রী আছে, যে কোনো সময় আমাদের কথা হচ্ছে। তাদের প্রতি নির্যাতন হচ্ছে কথাটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মনগড়া এবং সম্পূর্ণ ভুয়া। আল্লাহ মিথ্যাচার ও দুর্নীতিবাজ থেকে আমাদের হেফাজত করুন।

(২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় অনেক কাটছাঁট করে তাদের সুবিধানুযায়ী পরিবর্তিত আকারে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে; মূল লেখাটি এখানে প্রকাশ করলাম। এদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মকে অতীতের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অতীতের সাথে বর্তমানের তুলনা করার জন্য এ লেখা; কারো প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশত নয়।)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ; সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ